

"সাধু সন্তের দেশে"

Theology, not religion is the antithesis to science.
ধর্ম নয়, ধর্মতত্ত্ব ই বিজ্ঞান বিরোধী। (আর্নল্ড যোসেফ
টয়িনবী ১৮৮৯-১৯৫৭)।

"সাধু সন্তের দেশ" একটি বই এর নাম।

ষাদের পরশে পূণ্য হলো এ ধরিত্রী, মনু, বিষ্ণু, শংকর,
রামকৃষ্ণ, দ্বোপদী, রাধিকা, সীতা, সাবিত্রী যে দেশে জনম
নিলেন, সে দেশ ই "সাধু সন্তের দেশ" নামে অভিহিত
করেছেন বই খানির লেখক । আদ্যপান্ত বই খানি যুক্তি,
উপমা, দর্শন, বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। লেখক ভগবান
প্রজাপতির সাক্ষাত দর্শন পেলেন Stephen Hawkins এর
Pre-history of time বই খানিতে। Black hole ভগবান
প্রজাপতির নিরাকার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। মহাশূন্য,
সৌরজগত, আকাশ-পাতাল, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী সব কিছুই
প্রমাণ করে একমাত্র হিন্দু ধর্ম ই সত্য-সনাতন ধর্ম।

কোরান, পুরাণ, বেদ, রামায়ন, বাইবেল, এ সব গ্রন্থ
সমূহে আছে বিজ্ঞান ই বিজ্ঞান, তা-বং মানব জাতির
কল্যাণ আর কল্যাণ। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আর বর্তমান
বাস্তবতা প্রমাণ করে ঠিক তার উল্টোটা। প্রতিটি ধর্ম
বিশ্বাসী ই নির্লজ্জভাবে দাবী করেন একমাত্র তার ধর্ম ই
সাম্যবাদী, তার ধর্ম ই সহিষ্ণুতা, মানবতা ও ন্যায় বিচার
শিক্ষা দেয়। অতচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জগতে ধর্মের
নামে যত অন্যায়, নিষ্ঠুরতা বীভৎসতা, বর্বরতা, জঘন্যতা,
রক্তপাত, নিপীড়ন, শোষণ, অবদমন, অধিকার হরণ,
বঞ্চনা, জাতি নির্যাতন, গোষ্ঠি নির্যাতন, নারী নির্যাতন,



শিশু নির্যাতন, শ্রম শোষণ, যৌন শোষণ সংঘটিত হয়েছে, আর কোন কিছুর কারণে ওরুপ অমানুষিক, বিবেকহীন ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়নি। মুসলমানের আল্লাহ্, হিন্দুর ভগবানকে ভালবাসার কোন কারণ নেই, তেমনি হিন্দুর ভগবান খৃষ্টানের গড বা মুসলমানের আল্লাহকে ভালবাসতে পরেনা। জেহোভা যেমন ইহুদী জাতিকে একমাত্র মনোনীত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মুহাম্মদ ও বিদায়ে হজের আরাফাতের ময়দানে শেষ ভাষনে একই কথা বলেছেন। আল্লাহ্, ভগবান, গড তিন জন ই নিষ্ঠুর ঘাতক। তারা একে অন্যকে উৎখাত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্মলগ্ন থেকে। কিন্তু আজ অবদি তারা বহাল তবিয়ে টিকে আছেন। আর আছেন বলে ই তাদেরকে খুশি রাখার নিমিত্তে ভাঙ্গতে হচ্ছে বাবরী মসজিদ, ভাঙ্গতে হচ্ছে বৌদ্ধমূর্তি, যাত্রী ভর্তি উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকতে হচ্ছে টুইন-টাওয়ারে, ম্লেন্চ নিধন করতে হচ্ছে গুজরাটে। মানব ইতিহাসের কলংক মধ্যযুগের ক্রুসেডে নিহত হয়েছেন অগণিত খৃষ্টান ও মুসলমান। ইউরোপে তাওরাত কিতাবের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে 'ভূতগ্রস্ত' অনেক নর-নারী ও শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের এক শ্লোকের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নির্মম ধর্মীয় অনুষ্ঠান-সতীদাহ, সহমরণে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী বলিদান হয়েছে চিতার 'পবিত্র' অগ্নিতে। বিধবা প্রথার কল্যাণে অগণিত যুবতী নারী হয়েছে পতিতা, করেছে আত্মহত্যা।

দূর্গা পূজার এই দশম দিনে ফিরে তাকাতে হলো 'সাধু সনেত'র সেই দেশটির পানে, যে দেশে রচিত হয়েছে পৃথিবীর জঘন্যতম, অশ্লীল একটি বই 'মনুসংহীতা'। শ্লোক



আওড়াবার অভিপ্রায় মোটে ই ছিলনা, একান্ত বাধ্য হয়ে গেছি শ্রী শ্রী সত্যানন্দ ঠাকুরদার গত কয়দিনের সুবচন পড়ে। ও বাবা, তিনি তো আবার বৈষ্ণব ঠাকুর। রাম-রাম-রাম, দূর্গা-দূর্গা-দূর্গা। তা ঠাকুরদা ভাবতে ই পারেন নি **অর্বাচীন, অকাল কুস্মান্ত**, সাম্প্রদায়িকতার গরল দিয়ে তৈরী শব্দাবলি কারো প্রতি নিষ্কেপ করলে Back fire হতে পারে। স্ব ভ্রাতার ফোরাম **সদালাপ/ বাংলা আমার** এ লিখলে আমার কিছু বলার থাকতোনা। মুক্তমনায়/ভিন্নমতে আপনার পবিত্র ধর্মপ্রচারনা আমাকে অনুপ্রাণিত করলো দূর্গা পূজার এ পবিত্র মাসে আপনার সাথে কিছু সনাতন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করি।

নৈতা রূপং পরীক্ষান্ত নাসাং বয়সি সংস্থিতি

সুরূপস্থা বিরূপস্থা পুমানিত্যব ভুঞ্জতে।।

মনুসংহিতা-৯অঃ ১৪ শ্লোক

অর্থাৎ- স্ত্রীরা সৌন্দর্য অন্তর্বেষণ করে না, যুব বা বৃদ্ধ ইহা ও দেখেনা, সুরূপ বা কুরূপ হউক, পুরুষ পাইলে ই উহার সহিত সঙ্গম করতে চায়।

পোংশচল্যচ্চল চিত্তচ্চ নৈঃ স্নেহ্যচ্চ স্ভাবতঃ

রক্ষাতাং যত্না তোহলীহ ভর্তৃশ্বেতা বিকুবর্তে।।

অর্থাৎ-পুরুষ দর্শন মাত্র স্ত্রীদিগের উহার সহিত ক্রীড়ার ইচ্ছা জাগে, এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্ভাবতঃ স্নেহশূন্যতা প্রযুক্ত ভর্তৃ কর্তৃক রক্ষিতা হইলে ও স্ত্রীলোক ব্যভিচার প্রভৃতি কুক্ৰীয়া করে।



নির্দয়ত্বং, তথা-দ্রোহং কুটিলত্বং বিশেষতঃ
অশৌচং নির্ঘ্ননত্বঞ্চস্ত্রীনাং দোষা স্ভাবজাঃ।।

-স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খন্ডম। ৬০ নং শ্লোক ৪১৫৩ পৃঃ

অর্থাৎ-নির্দয়ত্ব, দ্রোহ, কুটিলতা, অশৌচ, ও নির্ঘ্ননত্ব এই
সমস্ত দোষ নারী জাতির স্ভাবজঃ

অন্তবিষঃ ময়া-হোতা --বহির্ভাগে মনোরমাঃ
গুণ্ণাফল সমাকারা ঘোষিতঃ সর্বদৈবহি।।

অর্থাৎ- নারী জাতি সর্বদা ই গুণ্ণাফলের ন্যায় বাহিরে
মনোহর। ভগবান উশানা বৃহস্পতি এবং মনু প্রভৃতি ও
স্ত্রী-বুদ্ধির বিষয়ে এইরূপ জানিয়াছেন। নারীর অধরে
পীযুষ আর হৃদয়ে হলাহল, এই জন্যই উহাদের অধর
আসাদন এবং হৃদয়ে পীড়ন করা কর্তব্য।

দাসীং হাত্যা তু লিঙ্গস্য নরকান্ন নিবর্ততে-
কামার্তে/মাতরং গচ্ছেন গচ্ছেচ্ছিব চেটিকাম।।

-পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খন্ডম ৭১৪ পৃঃ

অর্থাৎ- শিবলিঙ্গ-সেবিকা দাসী হরণ করিলে চিরকাল
নরক ভোগ হইয়া থাকে। কামার্ত হইয়া বরং মাতৃগমন
করিবে তথাপি শিবলিঙ্গ সেবিকা গমন করিবেনা।

শেষোক্ত শ্লোকটি লেখার পরে আর কিছু লেখার
থাকেনা। এ বিশ্বে কোন কালে এমন বিবেকহীন, পাশুভ, অশুর,
লাজ-লজ্জাহীন নরপশু কোথা ও জন্মেছিল বলে
শুনি নাই যে মাতৃগমন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে পারে।



তবু ও দুর্গাপূজার পবিত্র মাসে নিরলস নির্লজ্জ ভাবেই কয়েকজন মহাপুরুষ ও দেব দেবীর গুণকীর্তন করে আজকের লেখার ইতি টানবো।

- সুপ্রসিদ্ধ মুনি এবং শাস্ত্রবেত্তা পরাশর কর্তৃক অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধ গর্ভবতী হয় এবং সেই গর্ভে কৃষ্ণদৈপায়ন নামক মুনির জন্ম হয়, পরবর্তিকালে এই কৃষ্ণদৈপায়ন মুনি বেদ বিভাগ করেন এবং বেদব্যাস নামে অভিহিত হন।- মহাভারত ৭০-৭৬পৃঃ
- বেদব্যাস মুনি মাতৃ আদেশে কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিচিত্র বীর্যের দুই বিধবা স্ত্রী এবং জনৈকা দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধুতরাষ্ট্র, পান্ডু, ও বিদুরের জন্মদান করেন।
- পঞ্চপান্ডব খ্যাত পান্ডুর পাঁচ পুত্রের একজন ও পান্ডুর ঔরসজাত ছিলেন না। পান্ডু-পত্নী কুন্ডির গর্ভে, ধর্মের ঔরসে যুদিষ্ঠির, ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন, পবনের ঔরসে ভীমের জন্ম হয়।- মহাভারত ৮৬পৃঃ
- দেবজার ইন্দ্র তদীয় গুরু গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব হরণ করেন।- পদ্মপুরাণ ১৬৫-১৬৯ পৃঃ
- প্রখ্যাত মুনি সৌদাস নন্দনের স্ত্রী দয়মন্তীর গর্ভে অনেক সন্তানের জন্ম দেন।-মহাভারত ৮৬পৃঃ
- অত্রি মুনির পুত্র এবং বৃহস্পতি মুনির শিষ্য চন্দ্রদেব স্যায় গুরুপত্নী তারা দেবীকে উপভোগ করেন।
- প্রখ্যাত মুনি বৃহস্পতি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গর্ভবতী স্ত্রী সমতা দেবীর সাথে রতিক্রিয়া করেন।
- কুন্ডি দেবী অবিবাহিত অবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ কর্ণের জন্ম দেন।



- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলশী দেবীর সাথে রতিক্রীয়া করেন। - ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

ব্যাস, শ্রেনীবেদ, জাতিবেদ নিয়োগ প্রথা, দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন, আট প্রকারের বিবাহ, বারো প্রকারের সন্তান এগুলো আজ থাক। এবারে পঞ্চকন্যার নাম জপ করে মহাপাপ বিনাশে মনোযোগী হবো।

অহল্যা, দ্রৌপদি, কুন্ডি, তারা মন্দোদরী যথা
পঞ্চকন্যা সুরেণিতাং মহা পাতকনাশনম। ---মহাভারত

এই পঞ্চ দেবীগণকে ইংরেজীতে যথোপযুক্ত সম্মানজনক একটা নাম কি দেয়া যায়? T.....

এবার বলি **বাংলা আমার/ সদালাপ** ঠাকুরদার জ্ঞাতি হলেন কি ভাবে। আপনাদের উদ্দেশ্য এক, আশা এক, লক্ষ্য এক, শুধু পথ ভিন্ন। একজনের হাতে বর্ম, আরেক জনের হাতে তলোয়ার। একজন কারবালায়, আরেকজন কুরুক্ষেত্রে। মুক্ত-মনাদের কোন দিন ই যেতে হবেনা বাবরী মসজিদ ভাঙতে, কোন দিন উড়োজাহাজ নিয়ে ঢুকবেনা টুইন টাওয়ারে। এদের কাছে যেমন সত্যানন্দ, বডুয়া, তেমন জিয়াউদ্দিন ও মাহফুজ। এঁরা ধর্মকে সত্য বলে মানেন না, তাঁদের বিশ্বাস সবার উপরে মানুষ সত্য।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইংল্যান্ড ২০০৩





